বিজ্ঞানের বাইরে নৈতিকতা

নৈতিকতার বিজ্ঞানের বাইরের প্রকৃতির জন্য একটি দার্শনিক কেস।

১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ এ মুদ্রিত

জিএমও বিতর্ক
ইউজেনিক্সের উপর একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ

বিষয়বস্তুর সারণী (TOC)

১. 🧭 বিজ্ঞানের বাইরে
- 👨‍🚀 মহাকাশচারী: “**আন্তঃসংযুক্ত উচ্ছ্বাসের** চরম অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা”

২. নৈতিকতার প্রকৃতি
- 👨‍🎓 Albert Einstein
- 👨‍🎓 দার্শনিক William James ভাল এবং সত্যের প্রকৃতির উপর

৩. উপসংহার

অধ্যায় ১.

নৈতিকতা

কয়েক দশক ধরে, মহাকাশ মিশন থেকে ফিরে আসা 🧑‍🚀 মহাকাশচারীরা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন মানবজাতিকে এমন একটি অভিজ্ঞতার বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যা শব্দকে অতিক্রম করে - "*গ্রহের সচেতনতার*" একটি গভীর অনুভূতি যা বোঝায় যে পৃথিবী নিজেই সচেতন এবং জীবিত হতে পারে। এই উদ্ঘাটন আমাদের 🧭নৈতিকতা বোঝা এবং ✨মহাবিশ্বে আমাদের অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে।

মহাকাশচারীরা মহাকাশ থেকে পৃথিবী দেখার সময় '***আন্তঃসংযুক্ত উচ্ছ্বাসের*** চরম অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার রিপোর্ট করে। এই অভিজ্ঞতাটি নিছক চাক্ষুষ উপলব্ধির বাইরে চলে যায়, অস্তিত্বের প্রকৃতি এবং আমাদের নৈতিক বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে মৌলিক কিছু স্পর্শ করে।

> *প্রথমত আমাদের বুঝতে হবে **কেন আমরা ইতিমধ্যেই এই গভীর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানি না**, কয়েক দশক ধরে মহাকাশচারী প্রতিবেদনের পরেও।*
>
>
>
> *মহাকাশ সম্প্রদায়ে ওভারভিউ ইফেক্ট হিসাবে ব্যাপকভাবে পরিচিত, এটি সাধারণ জনগণের দ্বারা খুব কমই পরিচিত এবং এমনকি অনেক মহাকাশ প্রবক্তাদের দ্বারাও খুব কম বোঝা যায়। "অদ্ভুত স্বপ্নের মতো অভিজ্ঞতা", "বাস্তবতা একটি হ্যালুসিনেশনের মতো" এবং "ভবিষ্যত থেকে ফিরে এসেছে" বলে অনুভূতি বারবার ঘটে। অবশেষে, অনেক মহাকাশচারী জোর দিয়েছেন যে মহাকাশের ছবি সরাসরি অভিজ্ঞতার কাছাকাছি আসে না এবং এমনকি আমাদের পৃথিবী এবং মহাকাশের প্রকৃত প্রকৃতির একটি মিথ্যা ধারণাও দিতে পারে। " **এটি বর্ণনা করা কার্যত অসম্ভব...** আপনি লোকেদের নিয়ে যেতে পারেন [আইম্যাক্সের] দ্য ড্রিম ইজ অ্যালাইভ, কিন্তু দর্শনীয়, এটি সেখানে থাকার মতো নয়।" - মহাকাশচারী এবং সিনেটর জেক গার্ন।*
>
> (2022) **প্ল্যানেটারি সচেতনতার জন্য কেস**
> সূত্র: overview-effect.earth

> (2022) **ওভারভিউ ইনস্টিটিউট**
> *ফ্যাকাশে নীল বিন্দুতে আমাদের **জানার** চেয়ে **আরও অনেক কিছু** রয়েছে।*
> সূত্র: overviewinstitute.org

যদিও মনোবিজ্ঞানীরা এই ঘটনাটিকে "***ওভারভিউ ইফেক্ট***" হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, এই শব্দটি অভিজ্ঞতার রূপান্তরকারী শক্তিকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। মহাকাশচারীদের দ্বারা রিপোর্ট করা দৃষ্টিকোণে গভীর নৈতিক পরিবর্তন একটি গভীর বাস্তবতার পরামর্শ দেয় যা বর্তমান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্তগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য সংগ্রাম করে।

পৃথিবীতে ফিরে আসার পর, এই মহাকাশযাত্রীরা একটি নৈতিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যায়। তারা এর জন্য উত্সাহী উকিল হয়ে ওঠে:

> - 🕊️ বিশ্ব শান্তি
> - গ্রহের স্কেলে পরিবেশ সুরক্ষা
> - মানবিক মূল্যবোধ এবং দর্শনের একটি মৌলিক পরিবর্তন

এই নৈতিক রূপান্তরটি দৃষ্টিভঙ্গির একটি নিছক পরিবর্তন নয়, বরং **উদ্দেশ্য এবং অর্থের** একটি আমূল পুনর্বিন্যাস। মহাকাশচারীরা ক্রমাগতভাবে মানবতা এবং সমগ্র গ্রহের বৃহত্তর মঙ্গলের দিকে কাজ করার জন্য বাধ্যতামূলক

প্রতিবেদন করে।

> *মহাকাশচারী নিকোল স্টট, যিনি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে সময় কাটিয়েছেন, তিনি মহাকাশকে "পৃথিবীতে শান্তির মডেল" হিসাবে উল্লেখ করেছেন।*
>
> *"আপনি যখন গ্রহটিকে [আমরা] যেভাবে দেখেছি, তা সত্যিই আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে।" - মহাকাশচারী স্যান্ডি ম্যাগনাস*
>
> *"দুঃখের বিষয় হল যে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি এখন পর্যন্ত মুষ্টিমেয় কিছু পরীক্ষার্থী পাইলটের একচেটিয়া সম্পত্তি ছিল, বরং বিশ্বনেতাদের যাদের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন, বা কবি যারা তাদের সাথে এটি যোগাযোগ করতে পারে।" - মাইকেল কলিন্স, অ্যাপোলো 11*
>
> ***"যুদ্ধ এবং আমাদের সমস্ত অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। মহাকাশে উড়ে আসা লোকদের মধ্যে এটি একটি খুব সাধারণ অনুভূতি..."** - মহাকাশচারী এবং সিনেটর জেক গার্ন*
>
> *"পৃথিবীর বাইরে যাওয়া এবং এটিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা দর্শন ও মূল্যবোধের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে।" - মহাকাশচারী এডগার মিচেল, অ্যাপোলো 14*
>
> *"কিছুই আমাকে [এর জন্য] প্রস্তুত করেনি... দৃশ্যের সাথে মিল রাখার মতো শব্দ আমার কাছে ছিল না। একটি ফলাফল ছিল যে আমি অনেক বেশি দার্শনিক হয়ে উঠেছিলাম..." - ইউজিন সারনান - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র - "চাঁদে শেষ মানুষ"*
>
> ---
>
> (2020) **প্ল্যানেট আর্থের অ্যাম্বাসেডর তৈরি করা: ওভারভিউ ইফেক্ট**
> সূত্র: philpapers.org (দর্শনের কাগজ)

মহাকাশচারীদের অভিজ্ঞতার প্রভাব এবং কেন এটি একটি নৈতিক রূপান্তর ঘটায় তা বোঝার জন্য, আমাদের অবশ্যই নৈতিকতার মৌলিক প্রকৃতির মধ্যে অনুসন্ধান করতে হবে।

অধ্যায় ২.

নৈতিকতার প্রকৃতি

নৈতিকতা শুধুমাত্র বোঝার মাধ্যমে পরিবেশন করা যেতে পারে যে বিশ্ব **মৌলিকভাবে ❓ প্রশ্নবিদ্ধ** , যেমনটি নির্ধারিত হয় তার বিপরীতে। তাই, 🦋 স্বাধীন ইচ্ছার বিশ্বাস নৈতিকতার জন্য অপরিহার্য, যেমনটি Albert Einstein দ্বারা চিত্রিত হয়েছে:

> *"আমি স্বাধীন ইচ্ছার মতো কাজ করতে বাধ্য, কারণ আমি যদি একটি সভ্য এবং নৈতিক সমাজে বাস করতে চাই তবে আমাকে অবশ্যই দায়িত্বের সাথে কাজ করতে হবে।"*

মৌলিক অনিশ্চয়তার মূলে থাকা নৈতিকতার এই উপলব্ধিটি *বিজ্ঞানের* দ্বারা চাওয়া গোঁড়ামী নিশ্চিততার সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়েছে। 🧬 **ইউজেনিক্স** নিবন্ধে গভীরভাবে অন্বেষণ করা হয়েছে, নৈতিক এবং দার্শনিক বিবেচনা সহ অন্যান্য সমস্ত ধরণের বোঝাপড়ার উপরে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে উন্নীত করার প্রচেষ্টা বিপজ্জনক মতাদর্শ এবং অনুশীলনের দিকে নিয়ে যায়।

> (2018) **অনৈতিক অগ্রগতি: বিজ্ঞান কি নিয়ন্ত্রণের বাইরে?**
> *অনেক বিজ্ঞানীর কাছে, তাদের কাজের প্রতি নৈতিক আপত্তি বৈধ নয়: বিজ্ঞান, সংজ্ঞা অনুসারে, নৈতিকভাবে নিরপেক্ষ, তাই এর উপর যে কোনও নৈতিক রায় কেবল বৈজ্ঞানিক অশিক্ষাকে প্রতিফলিত করে।*
> সূত্র: New Scientist

বিজ্ঞানের মুক্তি-আন্দোলন, দর্শন এবং 🧭 নৈতিকতা থেকে স্বায়ত্তশাসনের সন্ধানে, এর মৌলিক অনুমানে এক ধরনের দার্শনিক "*নিশ্চিততা*" প্রয়োজন। এই নিশ্চিততাটি *অভিন্নতাবাদে* একটি গোঁড়া বিশ্বাস দ্বারা সরবরাহ করা হয় - এই ধারণা যে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি দর্শন ছাড়াই বৈধ, মন এবং ∞ সময় থেকে স্বাধীন। যাইহোক, এই বিশ্বাস দার্শনিক যাচাই সহ্য করতে পারে না।

যেমন আমেরিকান দার্শনিক William James সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন:

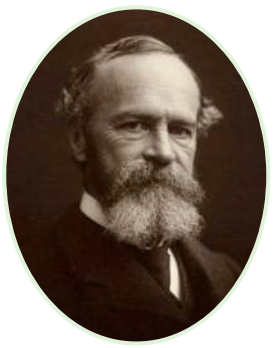

> *[বৈজ্ঞানিক] সত্য হল* ***ভালোর*** *একটি প্রজাতি, এবং নয়, যেমনটি সাধারণত অনুমিত হয়, একটি বিভাগ ভালো থেকে আলাদা, এবং এর সাথে সমন্বয় করে।* ***সত্য*** *হল সেই নামটির নাম যা* ***বিশ্বাসের পথে নিজেকে ভাল*** *বলে প্রমাণ করে, এবং ভালও, নির্দিষ্ট, নির্ধারিত কারণে।*

জেমসের অন্তর্দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক সত্যকে নৈতিক ভালো থেকে আলাদা করার জন্য বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে ভুলতা প্রকাশ করে।

GMO সমালোচকদের "*বিজ্ঞান-বিরোধী*" হিসাবে লেবেল করা এবং "*বিজ্ঞান সম্পর্কে 'সন্দেহের' বীজ বপনের*" জন্য "🇷🇺 *রাশিয়ান ট্রলগুলির*" সাথে তুলনীয়, যেমনটি আমাদের "*'বিজ্ঞান বিরোধী' : একটি আধুনিক অনুসন্ধান*" নিবন্ধে বর্ণিত হয়েছে, নৈতিকতা থেকে বিজ্ঞানের এই বিচ্ছিন্নতা বাস্তবে কীভাবে প্রকাশ পায় তা ব্যাখ্যা করে। এই ধরনের বক্তৃতা বিজ্ঞানকে নৈতিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করার একটি মৌলিক প্রবণতা প্রকাশ করে, '*সন্দেহকে*' গোঁড়া বিজ্ঞানের দ্বারা চাওয়া অলীক অভিজ্ঞতামূলক নিশ্চিততার জন্য একটি গুরুতর হুমকি হিসাবে দেখে।

> (2024) **"*'অ্যান্টি-সায়েন্স' : দ্য অ্যানাটমি অফ আ মডার্ন ইনকুইজিশন*"**
> *GMO বিতর্কে 'বিজ্ঞান-বিরোধী' আখ্যানের উত্স এবং প্রভাবগুলি অন্বেষণ করুন। 'বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' সাথে সংশয়বাদের সমতুল্য এই অলঙ্কারশাস্ত্র কীভাবে বিজ্ঞানবাদ এবং দর্শন থেকে বিজ্ঞানকে মুক্ত করার শতাব্দী-প্রাচীন প্রচেষ্টা থেকে উদ্ভূত হয়েছে তা উদ্ঘাটন করুন।*
> সূত্র: 🦋 GMODebate.org

এটি সত্য নৈতিকতার গুরুত্ব তুলে ধরে: এই উপলব্ধি যে বিশ্বটি মৌলিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ, বিজ্ঞান সহ সবকিছুকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যেতে পারে এবং এই প্রশ্নটি একটি নৈতিক জগতের রাস্তা।

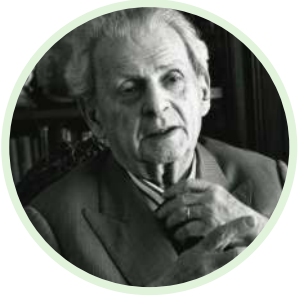

নৈতিকতা নির্দিষ্ট নিয়ম বা অভিজ্ঞতামূলক তথ্যের একটি সেট নয়, বরং **ভালোর** জন্য একটি চলমান বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনা। এটি, যেমন ফরাসি দার্শনিক Emmanuel Lévinas যুক্তি দিয়েছিলেন, "*প্রথম দর্শন*" - মৌলিক দার্শনিক প্রশ্ন যার উপর ভিত্তি করে অন্যান্য সমস্ত অনুসন্ধান রয়েছে: **"ভাল কি?"**

বাস্তবে এটি বোঝায় যে নৈতিকতা শুধুমাত্র **উপেক্ষিত** হতে পারে এবং মূলত নৈতিকতা কী তা আগে থেকে জানা সম্ভব নয়। নৈতিকতা সবসময় প্রশ্ন জড়িত " ***ভাল কি?*** " যে কোনো পরিস্থিতিতে।

গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল দার্শনিক চিন্তাভাবনার একটি অবস্থাকে বিবেচনা করেছিলেন, যাকে তিনি *ইউডাইমোনিয়া* নাম দিয়েছিলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ বা সর্বোচ্চ মানবিক ভালো। এটি জীবনকে পরিবেশন করার জন্য একটি চিরন্তন প্রচেষ্টা: **ভালের** সাধনা যা থেকে মূল্য - অভিজ্ঞতামূলক বিশ্ব - অনুসরণ করে ।

এটাই নৈতিকতা: **ভালোর বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনা** ।

উপসংহার

মহাকাশে নভোচারীরা যা অনুভব করছেন তা হল ‘*একটি বিশাল স্কেলে প্রভাবে নৈতিকতা*’ বা *প্রাইরি* অর্থের পক্ষে ইন-দ্য-মোমেন্ট ‘*বোঝায়*’ , যা গ্রহের স্কেলে **ভালোর একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনা** ।

এটি ব্যাখ্যা করে যে গ্রহের চেতনা অনুভব করার পরে, মহাকাশচারীরা **ভাল** ধারণার একটি শক্তিশালী দার্শনিক প্রত্যয় ধারণ করতে ঝুঁকে পড়ে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করে, উদাহরণস্বরূপ 🕊️ বিশ্ব শান্তির পক্ষে ওকালতিতে তাদের জীবন উৎসর্গ করে।

> *“সেখানে আপনার সাথে কিছু ঘটবে,” অ্যাপোলো 14 নভোচারী এডগার মিচেল বলেছেন। “আপনি একটি তাত্ক্ষণিক বিশ্ব চেতনা, একটি লোকমুখীতা, বিশ্বের অবস্থার সাথে একটি তীব্র অসন্তোষ এবং এটি সম্পর্কে কিছু করার জন্য একটি বাধ্যতা বিকাশ করেন।”*
>
> *মহাকাশচারী জিন সারনান: “দুর্ঘটনাক্রমে এটি খুব সুন্দর ছিল।”*
>
> *“আমরা পৃথিবীতে সম্ভাব্য অপরিবর্তনীয় প্রভাব সৃষ্টি করছি, তাই আশা করি এটি মানুষকে জাগিয়ে তুলবে যে গ্রহকে বাঁচাতে, পরিবেশ রক্ষা করতে এবং আরও সম্প্রীতিতে বাঁচতে আমরা আরও অনেক কিছু করতে পারি,”*

> (2022) **প্ল্যানেটারি সচেতনতার জন্য কেস**
> সূত্র: overview-effect.earth

> (2022) **ওভারভিউ ইনস্টিটিউট**
> *ফ্যাকাশে নীল বিন্দুতে আমাদের **জানার** চেয়ে **আরও অনেক কিছু** রয়েছে।*
> সূত্র: overviewinstitute.org

নিম্নলিখিত দর্শনের কাগজ আরও অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে:

> (2020) **প্ল্যানেট আর্থের অ্যাম্বাসেডর তৈরি করা: 👨‍🚀 মহাকাশচারী ওভারভিউ ইফেক্ট**
> সূত্র: philpapers.org (দর্শনের কাগজ)

১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ এ মুদ্রিত

জিএমও বিতর্ক
ইউজেনিক্সের উপর একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ

© 2024 Philosophical.Ventures Inc.